

কৃষ্ণের হাতে যে বাঁশি পরব্রহ্মনাদ সাধনা

পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণের হাতে যে বাঁশিতার ছটি ফুটোই হল দহেরে ছটি স্তর বা চক্র। সাধক একে ভেদে করে উপরে উঠে আসেন। বাঁশি হল এই ছয় স্তরের ধ্বনিসিঙ্কার-ব্রহ্মনাদ। আর সপ্ত সুর বা বাঁশির বস্তুত সাতটি ফুটো হল আজ্ঞা চক্রের উপর কল্পনাভিত যে সাতটি স্তর সাধনে তারই ইঙ্গিত।

-----ইহাই বদোন্‌তানুসারে পরব্রহ্মনাদ সাধনা

1. বৈখরী নাদ (জড় শব্দ )
2. মধ্যমা নাদ (অনাহত নাদ )
3. পশান্তি নাদ ( বদে বদোন্‌ত মন্‌ত্র -সৃষ্টি - স্থিতি -প্রলয় গুহ্যতত্ত্ব জ্ঞান সিদ্ধি অবস্থা )
4. পরা নাদ ( ওঙ্কার সিদ্ধি অবস্থা)
5. পরাংপর নাদ (নাদ সাধনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধি অবস্থা )

এই উপরুক্ত ৫ টি সাধন স্তর নাদ সাধনার স্তর ---এই নাদ সাধনার মাধ্যমেও পরম মুক্তি লাভ হয়।

পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি-যদি পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী কৃষ্ণের কৃপায় যদি কেও নিজেরে অন্তরে শুনতে পায়-তাহলে সেই সাধক এর আর কোনও সাধনার প্রয়োজন হয় না - সে শ্রী কৃষ্ণের বংশী ধ্বনির প্রভাবে একের পর এক বৈখরী নাদ-মধ্যমা নাদ-পশান্তি নাদ-পরা নাদ-পরাংপর নাদ -সব সাধনার স্তর অবলীলায় অতিক্রম করে বদোন্‌তেরে পরম জ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞান ও পরম মুক্তি লাভ হয়। অন্য কোনও কঠোর যোগ সাধনার প্রয়োজন হয় না -- ইহা ঈশ্বরী কৃপা সাপেক্ষে।

পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ঈশ্বরী কৃপা যার লাভ হয় -তাকে জগতেরে কোনও মায়ী তাকে বাঁধন করতে পারে না তিনি অতি অবলীলায় বদোন্‌তেরে পরম জ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞান ও পরম মুক্তি লাভ করেন।

একে বলা হচ্ছে সৎ- আর চষ্টি, যা কনি নশ্চিল দহে ব্রহ্মজ্ঞান। আর তাতেই ব্রহ্মমন্‌ধরে আনন্‌দরে উন্‌মেষে ও পরম মুক্তি লাভ ।

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

- 1। কৃষ্ণের বাঁশি কষ্টি কৃষ্ণের বাঁশির ৬ টা গর্ত আসলে ৬ টা চক্রের প্রতীক। দহে সৃষ্টির সুর - মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনপির, অনাহত, বশিদ্ধ এবং আজ্ঞা চক্র। এই চক্রগুলো দিয়ে পূর্ণানন্দ শ্রীহরির সুমধুর ধ্বনি সাধকেরে মন প্রাণ আকুল করে তোলে।
- 2। ত্রিভিঙ্গ মুরারী কৃষ্ণ= ত্রিগুনাভিত পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা।
- 3। রাধাকৃষ্ণ মলিন কীঃ রাধা হচ্ছে কুলকুন্‌ডলীনি স্বরূপ। সাধকেরে একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সহস্রার চক্রে কুন্‌ডলীনি রাধাকে নিয়ে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সাথে মলিন ঘটানো। এভাবে পরমানন্দ লাভ করা।
- 4। রাসলীলা কীঃ আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত অসংখ্য সাধকদের জীবাত্মার সাথে কৃষ্ণের মহামলিন; পরত্‌যেকেই সহস্রার চক্রে তা উপলব্ধি করে। এভাবে শুধু একর আনন্দ নয়! অগণিত সত্ত্বার আনন্দ লাভ ঘটে। এটাই মহারাস

লীলা।।

5। বস্ত্রহরণ কীঃ গোপীন্দিরে বস্ত্রহরণ হচ্ছৈ সাধকদরে আমতিব, বাসনা, কামনার বন্ধন খুলে ফেলো।।

6। ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে দ্বারকা লীলায়, বহুসংখ্যক স্ত্রীঃ

শরীরে ৭২০০০ স্নায়ু/ নাড়িরি মধ্যে ১৬১০৮ নাড়ি গুরুত্বপূর্ণ। এরাই কৃষ্ণরে ১৬১০৮ স্ত্রী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একসময়ে সকলের সাথে থাকেন; ফলে প্রতি রন্ধরে রন্ধরে শহিরণ জাগায়। এতে সাধক পরমানন্দময় হয়ে ওঠে।।

